

## سُورَةُ صَ مَكِّيَّةٌ (٣٨)

### ৩৮-সূরা সাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৫ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অশাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। সাদ নসীহতপূর্ণ কুরআনের শপথ (যে ইহা আমাদের তরফ হইতে নাযেলকৃত কানাম)। ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ②
- ৩। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করে তাহারা অহংকার এবং শত্রুতায় নিমগ্ন রহিয়াছে । بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابٍ وَثِقًا ③
- ৪। কতই না জনগোষ্ঠীকে আমরা তাহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি ! তখন তাহারা (সাহায্যের জন্য) আর্তনাদ করিয়াছিল, অথচ তখন বাঁচিবার সময় ছিল না । كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَنَّا ذَاذِلَّةٍ ④  
جِنَّةٍ مَنَاصٍ ⑤
- ৫। এবং তাহারা বিস্মিত হয় যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, এবং কাকেরগণ বলে, 'এ তো একজন যাদুকর, বড়ই মিথ্যাবাদী ।' وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرِينَ ⑥  
هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ⑦
- ৬। কী ! সে বহু মা'বুদকে এক মা'বুদ বানাইয়া নইয়াছে ? নিশ্চয় ইহা এক তাজ্জবের ব্যাপার ! أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ ⑧  
عَجَابٌ ⑨
- ৭। এবং তাহাদের মধ্যে প্রধানগণ এই বলিয়া চলিয়া গেল যে, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, এবং তোমাদের মা'বুদগণের উপর তোমরা অবিচল থাক । নিশ্চয় ইহা এমন এক বিষয় যদ্বারা কোন একটা মতনব আঁটা হইয়াছে; وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلٰٓى ⑩  
إِلَهَيْكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ⑪
- ৮। আমরা এরূপ কথা পূর্ববর্তী কোন ধর্মমতে কখনও শুনি নাই । ইহা মনগড়া মিথ্যা বই কিছুই নহে; مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْإِسْلَامِ الْأَوَّلَةِ ⑫ إِنَّ هَذَا إِلَّا ⑬  
اِخْتِلَافٌ ⑭
- ৯। আমাদের (সারা জাতির) মধ্য হইতে কি কেবল তাহারই উপর এই উপদেশ-বাণী নাযেল-করা হইয়াছে ? না, বরং তাহারা আমার উপদেশ-বাণী সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে । না, বরং তাহারা এখন পর্যন্ত আমার আযাবের স্বাদই গ্রহণ করে নাই । أَنزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ ⑮  
فَنُذِرُوا بَلْ لَنَا يَدٌ وَفُوَا عَذَابٌ ⑯

১০। তোমার মহা পরাক্রমশালী ও পরম দানশীল প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহ কি তাহাদের নিকটে আছে ?

أَمْعِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝

১১। অথবা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর আধিপত্য কি তাহাদের কব্জায় আছে ? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাহারা যেন তাহাদের রশিসমূহের সাহায্যে উপরে আরোহণ করে।

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَهُمْ يَنْفِقُونَ فِي الْأَسْبَابِ ۝

১২। (তাহারা) বিভিন্ন দল সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী, যাহারা সেখানে পরাভূত হইবে।

جُنُودًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝

১৩। তাহাদের পূর্বেই নূহের জাতি এবং আদ এবং শুলসমূহের অধিকারী ফেরআউনও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَذُرَّعُونَ ذُو الْأَوْتَادِ ۝

১৪। (অনুরূপভাবে) সামুদ ও লুতের জাতি এবং জঙ্গনের অধিবাসীগণ— ইহারাও সংঘবদ্ধ দল ছিল।

وَمُؤَدُّو قَوْمِ لُوطٍ وَأَخْطَبُ نَيْفِكَ، أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ۝

১৫। (তাহাদের) প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; পরিণামে আমার শাস্তি (তাহাদের বিরুদ্ধে) কার্যকরী হইল।

إِنَّ كُلَّ الْكَاذِبِ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝

১৬। এবং এই সকল লোক কেবল একটি বিকট শব্দকারী আঘাবের অপেক্ষা করিতেছে, যাহাতে কোন বিলম্ব হইবে না।

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ مِنْ تَوَاتِي ۝

১৭। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! হিসাবের দিবসের পূর্বেই আমাদের আঘাবের (আঘাবের) অংশ সত্ত্বর দিয়া দাও।'

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْلَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

১৮। তাহারা যাহা কিছু বলে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং আমাদের বান্দা দাউদকে সত্ত্বর কর যে বড় শক্তির অধিকারী ছিল, নিশ্চয় সে (আল্লাহর দিকে) বার বার ঝুঁকিত।

إِصْرًا عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

১৯। নিশ্চয় আমরা পাহাড়গুলিকে (তাহার) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম— তাহারা সন্ধ্যায় এবং সকালে তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত।

إِنَّا خَلَقْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِأَنعَاسٍ وَالْإِسْرَاقِ ۝

২০। এবং (নিয়োজিত করিয়াছিলাম) পক্ষীকুলকেও একত্রিত করিয়া; যাহারা সকলেই তাহার পরম অনুগত হইয়া থাকিত।

২১। এবং আমরা তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে হিকমত এবং অকাটা বাগ্মিতা (ও বিচার-শক্তি) দান করিয়াছিলাম।

২২। এবং তোমার নিকট কি কলহকারীদের খবর পৌছিয়াছে যখন তাহারা প্রাচীর ডিসাইন্না (তাহার) ব্যক্তিগত ইবাদত-খানায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল ?

২৩। যখন তাহারা দাউদের নিকট পৌছিল তখন সে তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, 'ডয় করিও না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ, আমাদের কেহ কেহ অপরের প্রতি বিদ্বেষাশঙ্কক আচরণ করিতেছে; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং অবিচার করিও না এবং তুমি আমাদের সঠিক-সোজা পথে পরিচালিত কর।

২৪। "এই লোকটি আমার ভাই, তাহার নিকট নিরানব্বইটি দুম্বা আছে এবং আমার নিকট মাত্র একটি দুম্বা আছে। তথাপি সে বলে, 'ইহা আমাকে সঁপিয়া দাও', এবং কথ্য-বার্তায় সে আমাকে পরাভূত করে।"

২৫। সে (দাউদ) বলিল, 'নিশ্চয় সে তোমার দুম্বা নিজ দুম্বাগুলির সহিত সংযোগ করিবার দাবী জানাইয়া তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। এবং অধিকাংশ অংশীদার এইরূপই যে, তাহারা একে অন্যের উপর যুলুম করিয়া থাকে, কেবল ঐ সকল লোক ছাড়া যাহারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও তো নগণ্য।' এবং দাউদ মনে করিল যে, আমরা তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি, সুতরাং সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং (আল্লাহর দিকে) ঝুকিয়া পড়িল।

২৬। তখন আমরা তাহার এই সব হৃষ্টি-বিদ্যুতিক ক্ষমা করিলাম; নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে।

২৭। (অতঃপর আমরা তাহাকে বলিলাম,) 'হে দাউদ ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শলীফা নিযুক্ত করিয়াছি; অতএব

وَالْقَلِيدَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ ۝

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَيَّنَّا لَهُ الْعِصْمَةَ وَفَصَّلَ  
الْخِطَابِ ۝

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْزَنْ  
خَصْمُكَ بَنِيَ بُعْثًا عَلَى بَعْضٍ فَأَخْلَمَ بَيْنَنَا  
بِالْحَقِّ وَلَا تَسْطِطْ وَاهِدِنَا إِلَى سَوَاءِ الْغَوَاطِ ۝

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَاعِلِي  
نَعْجَةٍ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي  
فِي الْخِطَابِ ۝

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْيِكَ إِلَى رِجَالِهِ  
وَإِنْ كُنْتَ إِذَا مِنَ الْخُلَاطِ لَيَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ  
وَقَنَّ دَاوُدُ أَنَا فِتْنَتُهُ فَاسْتَفْعَمَ رَبَّهُ وَخَزَّ رَاكِعًا  
وَأَنَابَ ۝

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحَسَنَ  
مَآبٍ ۝

يَذَرُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ

তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, নতুবা ইহা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হইতে দ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্র পথ হইতে দ্রষ্ট হয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব আছে, কারণ তাহারা বিচার-দিবসকে ] তুলিয়া বসিয়া আছে।

২৮। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, রুখা সৃষ্টি করি নাই। ইহা ঐ সকল লোকের ধারণা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। সূতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের দুর্ভোগ অবধারিত আছে।

২৯। যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে আমরা কি তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করিব? অথবা মৃত্যুকীগণকে কি আমরা দৃষ্টকারীদের সমতুল্য করিব?

৩০। ইহা (কুরআন) এমন এক কিতাব, যাহা আমরা তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি, যাহা অতীব কল্যাণময়, যেন তাহারা তাহার আয়াতসমূহকে অনুধাবন করে, এবং খীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা লাভ করে।

৩১। এবং আমরা দাউদকে দান কারিয়াছিলাম সূলায়মান; সে (আমাদের) বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে (আমাদের দিকে) পুনঃপুনঃ ঝুকিত।

৩২। (সম্মরণ কর) যখন সজ্জাকালে তাহার সম্মুখে উৎকৃষ্টতম দ্রুতগামী অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইয়াছিল,

৩৩। তখন সে বলিয়াছিল, 'আমি (দুনিয়ার) উৎকৃষ্ট বস্তুর ভালবাসাকে এই কারণে পসন্দ করি যে ইহারা আমার প্রতিপালককে (আমায়) সম্মরণ করাইয়া দেয়।' এমন কি যখন উহারা পদার পিছনে গুপ্ত হইয়া গেল,

৩৪। (তখন সূলায়মান বলিল) 'উহাদিগকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন।' (যখন উহারা আসিল) তখন সে উহাদের পায়ের নলা ও ঘাড়ের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

৩৫। এবং নিশ্চয় আমরা সূলায়মানকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাহার সিংহাসনে একটা (অপদার্থ) দেহকে স্থাপন

بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٨﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا  
ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
مِنَ النَّارِ ﴿٢٩﴾

أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْفُلُوفِ  
فِي الْآرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٣٠﴾

كَيْتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ  
لِيَتَذَكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٣١﴾

وَدَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۖ وَنِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ  
أَوَابٌ ﴿٣٢﴾

إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعِثَّةِ الضُّفُوفُ الْجِيَادُ ﴿٣٣﴾

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي  
حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٤﴾

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۖ طَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٥﴾

وَلَقَدْ مَتَّأْنَا سُلَيْمَانَ ۖ وَآلَقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ

করার ফয়সালা করিয়াছিলাম। অতঃপর (ইহা বখিতে পারিয়া)  
সে (তাহার প্রতিপালকের দরবারে) ঝুঁকিয়া পড়িল।

جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۝

৩৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! (আমার ভ্রুটি)  
আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজ্য দান কর যাহা  
আমার পরে অন্য কাহারও জন্য (উহার উত্তরাধিকারী হওয়া)  
সমীচীন না হয়, নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِغَدِي  
مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

৩৭। সুতরাং আমরা বায়ুকে তাহার সেবায় নিয়োজিত  
করিয়াছিলাম, সে যেদিকে যাইতে চাহিত সেই দিকেই তাহার  
আদেশে বায়ু মৃদুভাবে চলিতে থাকিত,

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حِينًا  
أَصَابَ ۝

৩৮। এইরূপে (আমরা তাহার সেবায় নিয়োজিত  
করিয়াছিলাম) শয়তানদিগকে, সকল প্রকার স্থপতিগণকে  
এবং ডুবুরীগণকে,

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ۝

৩৯। এবং অন্য কতককেও যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ  
থাকিত।

وَأَخْرَجَ مَقْرِنَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ ۝

৪০। এইগুলি আমাদের দান, সুতরাং তুমি (ইচ্ছা করিলে)  
বেহিসাব দান কর অথবা বিরত থাক।

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْكِرْ بِخَيْرٍ وَحَاسِبٌ ۝

১২

৪১। এবং নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য  
এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে।

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ۝

৪২। এবং আমাদের বাস্না আইউবকে সম্মুখ কর, যখন সে  
তাহার প্রতিপালককে এই বলিয়া ডাকিয়াছিলঃ 'নিশ্চয় শয়তান  
(এক কাকের শত্রু) আমাকে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট  
দিয়াছে।'

وَإِذْ كُرِهْنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسِيئٌ  
الشَّيْطَانُ بِضَبٍّ وَعَدَّ ۝

৪৩। (তখন আমরা তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিলাম)ঃ 'তুমি  
তোমার (বাহনকে) পা দিয়া আঘাত কর (তাড়াতাড়ি হিজরত  
কর)। এই তো সামনে রহিয়াছে গোসলের সৃশীতল পানি এবং  
পানীয়।

أَرُلُّكَ بِرِيحِكِ هَذَا مُتَغَلِّلٌ بَارِدٌ وَشَرَّابٌ ۝

৪৪। এবং আমরা তাহাকে তাহার পরিবার পরিজন  
দিয়াছিলাম এবং আমাদের নিকট হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের  
মত অন্য লোকও দিয়াছিলাম এবং ধীসম্পন্ন লোকদের  
জন্য সম্মুখীয় সদুপদেশ দিয়াছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا  
وَوَكْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

৪৫। এলঃ (তাহাকে আমরা নির্দেশ দিয়াছিলাম)ঃ 'তুমি রুক্কের  
এক মুষ্টি শুক্ক শাখা নিজ হাতে ধর এবং উহা দ্বারা (তোমার  
বাহনকে) আঘাত কর এবং মিথ্যার দিকে ঝুঁকিও

وَخَذْ بِمِصْبِكِ صُغْفًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ  
إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَافِرًا نَّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

না। নিশ্চয় আমরা তাহাকে ধৈর্যশীল পাইয়াছিলাম। সে বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে সদা আল্লাহর প্রতি বৃত্তিত।

৪৬। এবং স্মরণ কর আমাদের বান্দা ইব্রাহীম ও ইসহাক এবং ইয়াকুবের কথা, তাহারা শক্তিশালী এবং স্ফূর্ত ও দূরদর্শী লোক ছিল।

৪৭। আমরা তাহাদিগকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মনোনীত করিয়াছিলাম— (লোকদিগকে) পারলৌকিক বাসস্থান সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দিতে।

৪৮। এবং নিশ্চয় তাহারা আমাদের সম্মুখানে মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪৯। এবং স্মরণ কর, ইসমাইল, ইয়াসআ এবং মূল-কিফলের রূতাব, তাহারা সকলেই অতি উত্তম লোক ছিল।

৫০। ইহা এক স্মরণীয় বিবরণ। এবং নিশ্চয় মুতাকীপনের জন্য পরম উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল নির্ধারিত আছে—

৫১। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, তাহাদের জন্য সকল দ্বার সতত উন্মুক্ত থাকিবে,

৫২। তথায় তাহারা তাকিয়াতে হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, তথায় তাহারা প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল এবং পানীয় বস্তুর জন্য ফরমায়েশ করিবে,

৫৩। এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে আনতনয়না সমবয়স্কা নারীগণ।

৫৪। এই হইল সেই সব জিনিস যাহা তোমাদিগকে হিসাবের দিনে দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে।

৫৫। নিশ্চয় ইহা আমাদের দেওয়া রিয়ক, যাহা কখনও নিঃশেষ হইবে না।

৫৬। এই তো হইল (মোমেনদের জন্য পুরস্কার)। কিন্তু বিদ্রোহপোষণকারী উদ্ধত লোকদের জন্য নির্ধারিত আছে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল—

৫৭। জাহান্নাম, যাহাতে তাহারা জ্বলিবে। ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۝

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكِّرَ الدَّارِ ۝

وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِيَارِ ۝

وَأَذْكُرْ إسماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلَّ مِّنَ الْآخِيَارِ ۝

هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبٍ ۝

جَنَّاتٍ مَّدْيَنٍ مَّفْتَحَةٍ لَهُمْ أَبْوَابُ ۝

مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ شَيْءٍ مُّشْرَبٍ ۝

وَعِنْدَهُمْ قُورٌ مِّنَ الظَّرْفِ أَرْوَابُ ۝

هَذَا مَا نَعُودُكَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

إِنَّ هَذَا لَوَزْنًا مَّا لَهُ مِنْ نِّقَاطٍ ۝

هَذَا وَإِن لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَّآبٍ ۝

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيُسْأَلُونَ فِيهَا

৫৮। ইহা হইল (কাফেরদের জন্য প্রতিশ্রুত বস্তু), সুতরাং তাহাদিগকে উহার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে— অত্যধিক গরম পানি এবং অত্যধিক দুর্গন্ধযুক্ত ঠাণ্ডা পানি দেওয়া হইবে।

هَذَا قَلِيلٌ وَقُوَّةٌ حِينَمَا وَغَشَائِقُ

৫৯। এবং তদনুরূপ আরও থাকিবে বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণা।

وَأَعْرَضَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ

৬০। (অবিশ্বাসীদের নেতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইবেঃ) 'ইহারাও এক দল, যাহারা তোমাদের সহিত জাহান্নামে দাখিল হইবে। তাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তাহারা অবশ্যই আগুনে জ্বলিবে।

هَذَا قَوْجٌ مُّقْتَصِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَأَ لَهُمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ

৬১। তাহারা (অনুসারীরা) বলিবে, 'বরং তোমরা এমন লোক, যাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তোমরাই তো (আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া) ইহাকে (জাহান্নামকে) আমাদের জন্য আগে পাঠাইয়াছ। বস্তুতঃ ইহা অতি মন্দ অবস্থান স্থল।

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَجِبَاءُ بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَّعُوهُ لَنَا فِئَسَ الْقَرَارِ

৬২। তাহারা যখন বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তি আমাদের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তুমি তাহাকে আগুনের মধ্যে দ্বিগুণ আযাব বর্ধিত করিয়া দাও।'

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ

৬৩। এবং তাহারা (জাহান্নামীরা) বলিবে, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে দেখিতেছি না যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম?'

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنْ الْأَشْرَارِ

৬৪। আমরা কি (অশুধাই আমাদের স্বেয়ান অনুযায়ী) তাহাদিগকে উপহাসের পাত্র মনে করিতাম, অথবা তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়াছে?'

أَتَّخَذْنَا لَهُمْ بَغِيضًا أَمْ رَأَيْتَ عَنْهُمْ الْإِبْصَارَ

৪  
[২৪]  
১৩

৬৫। নিশ্চয় ইহা সত্য— জাহান্নামীদের এই তর্ক-বিতর্ক।

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ

৬৬। তুমি বল, 'আমি মাত্র একজন সতর্ককারী, এবং আলাহ্ বাতীত, কোন মা'ব্দ নাই, তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপশালী;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

৬৭। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক, যিনি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমশালী।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

৬৮। তুমি বল, 'ইহা এক মহা সংবাদ

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ

৬৯। যাহা হইতে তোমরা বিমুখ হইতেছ;

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ⑩

৭০। উদ্বেলিত মজলিসের কোন ইল্ম-জ্ঞান আমার জানা ছিল না, যখন তাহারা (তাহাদের বিষয় নইয়া) পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল,

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ⑪

৭১। আমার প্রতি তো কেবল এই ওহী করা হয় যে, আমি শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

إِنْ يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَا أَنْتَ ابْنُ مَرْيَمَ ⑫

৭২। (সম্মুখকর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাগণকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কাদা হইতে এক মানব সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি;

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ⑬

৭৩। অতএব যখন আমি তাহাকে পূর্ণায়ন করিব এবং তাহার মধ্যে আমার রূহ হইতে ফুৎকার করিব তখন তোমরা আনুগত্য করিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইও।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ⑭

৭৪। তখন ফিরিশ্তাগণ সকলেই তাহার আনুগত্য করিল,

فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ⑮

৭৫। ইবলীস ব্যতীত। সে অহংকার করিল, এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ⑯

৭৬। তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে আমার দুই হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে তোমাকে কিসে বিরত রাখিয়াছে? তুমি কি অহংকার করিয়াছ, না তুমি আমার আদেশ পালন হইতে নিজেকে বহু উদ্ধেগ মনে করিয়াছ?'

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ اسْتَكَبَرْتَ إِمَّا أَنْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ⑰

৭৭। সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আশ্রয় হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।'

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ⑱

৭৮। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ, নিশ্চয় তুমি বিভাঙিত;

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ⑲

৭৯। এবং নিশ্চয় বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত পড়িতে থাকিবে।'

وَأَنَّ عَلَيْكَ لعنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ⑳

৮০। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহা হইলে তুমি আমাকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন তাহাদিগকে পুনরুৎপাদিত করা হইবে'।

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ㉑



৮১। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশ-প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত,

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ①

৮২। সেই সুবিদিত সময়ের দিন পযুক্ত।

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ②

৮৩। সে বলিল, 'সুতরাং তোমার ইশ্বতের কসম, নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকেই বিদ্রান্ত করিব,

قَالَ فَيُعَذِّبُكَ لِأَعْوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ③

৮৪। তাহাদের মধ্য হইতে কেবল তোমার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ④

৮৫। তিনি বলিলেন, 'অতএব সত্য ইহাই, এবং আমি সত্যই বলি—

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ⑤

৮৬। আমি নিশ্চয় তোমা দ্বারা এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব।'

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ⑥

৮৭। তুমি বল, 'আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাহি না, এবং আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নহি,

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ⑦

৮৮। ইহা (কুরআন) সকল জগৎবাসীর জন্য সদুপদেশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ⑧

৮৯। এবং তোমরা স্বল্পকাল পরে ইহার (সত্যতার) সংবাদ [২৪] অবশ্যই জানিতে পারিবে।'

يَعْلَمُ وَتَلْعَلْنَ بِنَاءَ بَعْدَ حِينٍ ⑨